দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 7

নকলকবলিত এইচএসসি পরীক্ষায় গুলী সংঘর্ষ বহিষ্কার ৯ হাজার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ব্যাপক নকলের অব্যাহত মহোৎসব, গুলী, সংঘর্ষ, ভাঙচুর, টিয়ার গ্যাস, ম্যাজিস্ট্রেট-শিক্ষক-পুলিশ লাঞ্ছনা, নকল সরবরাহকারী শতাধিক বহিরাগত গ্রেফতার, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ এবং শাসক দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৌরাত্ম্যের মধ্য দিয়ে গতকাল সারাদেশে এইচএসসি পরীক্ষার ২য় দিন অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম দিনের তুলনায় গতকাল মফস্বলের অধিকাংশ কেন্দ্রে নকলের ব্যাপকতা আরো বেড়ে যায়। অনেক স্থানে বাইরের পরিবেশ ছিমছাম রেখে অসাধু শিক্ষকদের সহযোগিতায় হলের ভেতরে অবাধে চুটিয়ে নকল চলেছে। নকল প্রতিরোধে বোর্ড ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ আইন-শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরাও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিকদের ছত্রছায়ার কারণে ছিলেন পুরোপুরি অসহায়। নকলে বাধা সৃষ্টি এবং বহিষ্কারের ঘটনায় গতকাল প্রচুর কেন্দ্র ভাঙচুর হয়েছে। ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর ও চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে গতকাল অনুষ্ঠিত ইংরেজী ২য় পত্রের পরীক্ষায় নকলের দায়ে সর্বমোট প্রায় ৯ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার এবং নকলে সহযোগিতার জন্য মোট ১০ জন শিক্ষককে ও বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২ হাজার ৩৯ জন, রাজশাহী বোর্ডে ৩ হাজার ৫৪ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ১ হাজার ৮শ' ১২ জন, যশোর

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

নকলকবলিত এইচএসসি পরীক্ষায় গুলী সংঘর্ষ ঃ বহিষ্কার ৯ হাজার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোর্ডে ১ হাজার ৭শ' ৪১ জন এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩শ' ১০ জন বহিষ্কৃত হয়। এছাড়া রাজশাহীর নবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম এবং যশোরের নাভারণ ও চালনা কেন্দ্রে নকলে সহযোগিতার জন্য মোট ১০ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। এ সময় পুলিশের সাথে বিভিন্ন স্থানে নকল সরবরাহকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হলে দু'জন পুলিশ আহত হয় এবং পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। অনেক স্থানে পুলিশ গুলী ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা চালায়।

রাজবাড়ী আদর্শ মহিলা কলেজ কেন্দ্রে নকলে বাধা দেয়ায় পরীক্ষার্থীরা ঐ কেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এতে প্রিন্সিপালসহ ৭ জন গুরুতর আহত হলে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৫ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। সাভারে পুলিশ ও বহিরাগত নকল সরবরাহকারীদের সাথে সংঘর্ষের সময় কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। নীলফামারীতে বহিষ্কারের ঘটনায় ভিজিল্যান্স টীমের সদস্যদের ওপর নকলকারীরা আক্রমণ চালায় এবং এডিসি ও শিক্ষা কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিতসহ তাদের গাড়ী ভাঙচুর করে। নকলবাজরা কলেজেও ভাঙচুর চালায়। কিশোরগঞ্জে নকলবাজরা ইউএনও'র বিরুদ্ধে মিছিল করে। নওগাঁয় একজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হন। বরিশালে ১ জন বহিষ্কৃত প্রার্থী ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছিত করলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কুমিল্লায় ২ জন পুলিশ নকল সরবরাহকারীদের ইটের আঘাতে আহত হয়। এখানে পুলিশ-বিডিআরের সাথে বহিরাগত নকল সরবরাহকারীদের দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশ মোট ৩২ জনকে গ্রেফতার করে। নরসিংদীতে গ্রেফতার হয় ২০ জন। নকলে বাধা দেয়ায় চট্টগ্রাম শহরে ২টি কেন্দ্র ভাঙচুর হয়। নকল করতে না দেয়ায় ময়মনসিংহেও ২ কেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। কুষ্টিয়ায় আমলা ও পোড়াদহ কলেজ কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে ২২ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। সাতক্ষীরায় গ্রেফতার হয় ৪ জন।

এদিকে ঢাকা মহানগরীর ২ কেন্দ্রে দুই ছাত্রী প্রশ্ন কমন না পড়ায় হলের ভেতর অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাদের ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

নীলফামারী জেলা সংবাদদাতা জানান, জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপক নকল ও গণটোকাটুকির মাধ্যমে গতকালের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জলঢাকা ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে নকলের সুযোগ সৃষ্টি ও বহিষ্কার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা ভিজিল্যান্স টীমের সদস্যদের ওপর আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণ ও হামলায় জেলা পুলের গাড়ী নীলফামারী-ক-১ ও অধ্যক্ষের কার্যালয় ভাঙচুর হয়েছে এবং তাদের আক্রমণে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) লিয়াকত আলী ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ কেন্দ্র থেকে ২০ জন পরীক্ষার্থীকে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। অপরদিকে কিশোরগঞ্জে পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থী ও ছাত্রছাত্রীরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

গতকাল শনিবার নীলফামারী জেলার ৬টি থানায় মোট ৯৪ জন পরীক্ষার্থীকে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বরিশাল ব্যুরো জানায়, প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনে বরিশালে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে।

শহরের সিটি কলেজে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের কড়াকড়িতে ১৯ জন বহিষ্কৃত হয়। এদের মধ্যে 'মামুন' নামে এক বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট আঃ মালেককে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের আশপাশ হতে ৪ জন নকল সরবরাহকারীকে গ্রেফতার এবং ১৫ জন নকলবাজ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল জেলার ২৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৮টি কেন্দ্র হতে ১৮২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে

ঝালকাঠি জেলা সংবাদদাতা জানান, জেলায় মোট ৮ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে।

বাগেরহাট থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, গতকাল (শনিবার) বাগেরহাটে ১১৭ জন পরীক্ষার্থীকে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে খলিলুর রহমান কলেজ কেন্দ্র থেকেই ৫৪ জনকে বহিষ্কার করা হয়। অন্য ১১টি কেন্দ্রের মধ্যে মোড়েলগঞ্জের ৩টি কেন্দ্র থেকে ২৮, রামপালের ২টি কেন্দ্র থেকে ৪, বাগেরহাটের ২টি কেন্দ্র থেকে ১১, ফকিরহাটের ১টি কেন্দ্র থেকে ৮, চিতলমারী কেন্দ্র থেকে ৬, শরণখোলা কেন্দ্র থেকে ৫ ও পচুয়া কলেজ কেন্দ্র থেকে ১ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের আওতাধীন ১৭ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের দায়ে গতকাল সর্বমোট ২ হাজার ৩৯ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরে ২৫, গাজীপুরে ৫৭, নারায়ণগঞ্জে ৩৪, নরসিংদীতে ২১৭, মুন্সীগঞ্জে ৩৬, মানিকগঞ্জে ৫১, টাঙ্গাইলে ৩৯৭, ময়মনসিংহে ৩৭০, জামালপুরে ১৯৩, শেরপুরে ২১৫, কিশোরগঞ্জে ৪৮, নেত্রকোনায় ৬৫, ফরিদপুরে ৬৭, গোপালগঞ্জে ৭৪, রাজবাড়ীতে ৫৫, মাদারীপুরে ১০৯ ও শরীয়তপুরে ৪৪ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, জেলার ৬টি কেন্দ্রের গতকাল ৩৪ জন পরীক্ষার্থীকে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। জেলার ৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে আওয়ামী ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কুমিল্লায় ৪১২ জন, সুনামগঞ্জে ৪৬ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৮৪ জন, লক্ষীপুরে ৪২ জন, হবিগঞ্জে ২৬ জন, ফেনীতে ৮৬ জন ও নোয়াখালীতে ১০৬ জন রয়েছে।

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা জানান, রুহিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রের ২ জন নকল সরবরাহকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এ নিয়ে দু'দিনের গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়াল ৯ জন।

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা জানান, ভিজিলেন্স টিমের তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও জেলার অধিকাংশ কেন্দ্রেই নকলের মাত্রার কমতি ছিল না। কেন্দ্রের লোকদের সহায়তায় পরীক্ষার্থীরা বাইরের কাউকে জানান না দিয়ে নতুন কৌশল অবলম্বন করে নীরবে নকল করেই পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। নকলের দায়ে মোট ৯টি কেন্দ্র থেকে ১৮২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, গতকাল অনুষ্ঠিত ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে যথারীতি অবাধে নকল চলেছে।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৫ জেলায় মোট ২৮৪ জনকে বহিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে।

রাজবাড়ী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, পরীক্ষায় নকল করতে না দেয়ায় রাজবাড়ী আদর্শ মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীরা বের হয়ে কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। হামলায় কলেজের প্রিন্সিপালসহ ৭ জন আহত হন। কলেজ পিয়ন হাতেম আলীকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে ৫ রাউন্ড গুলী ছুঁড়তে হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা হামলা করে কেন্দ্রের ১৬টি কক্ষ, কম্পিউটার, দরজা-জানালা ভাঙচুর করে। গতকালের পরীক্ষায় রাজবাড়ীর ৬টি কেন্দ্র থেকে ৫৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। প্রথম দিনে বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল ৪২ জন।

কেন্দ্র বাতিল করে এ কেন্দ্রের ২৭৯ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গতকাল শনিবার সৈয়দপুর টেকনিক্যাল কলেজ কেন্দ্রে নেয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

জেলার আত্রাই উপজেলা পরীক্ষা নকল করতে বাধা দেয়ায় পরীক্ষ শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ১০ বহিরাগতের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে